



Welcome To My Class

Subject: Biomedical Instrument (66873)

Mst. Ashinur Khatun
Junior Instructor (Part time) Electronics
Sirajganj Polytechnic Institute

আলোচ্য বিষয়:

১. মেডিক্যাল টার্মিনোলজির ধারনা
২. কোষের শারীরবৃত্ত
৩. মানবদেহের প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ বিভিন্ন তন্ত্রসমূহের তালিকা
৪. হাঁটের রিদমিক এক্সাইচেশন

୧ମ ଅଧ୍ୟାୟ

4

ମେଡିକଳ ଟାର୍ମିନୋଲୋଜିକ୍ ଧାରନା

ଭୂମିକା- ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବଛାୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ରେଲ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଯାଚେ । ନିଉକ୍ରିୟାର ମେଡିସିନମହ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିତେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟର କ୍ଷେତ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାବିଜ୍ଞାନ ଆଜ ଅନେକାଂଶେହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ରେଲ ଉପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟମହ ଚିକିତ୍ସାବିଜ୍ଞାନେ ବ୍ୟବହତେ ଅଧିକାଂଶ ଯନ୍ତ୍ରପାତିତେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ର ପ୍ରୟୁକ୍ତି ବ୍ୟବହତେ ହଚେ । ବିଜ୍ଞାନେର ଯେ ଶାଖାଯୁ ଚିକିତ୍ସାବିଜ୍ଞାନେ ବ୍ୟବହତେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରନେର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରନାଳୀ, ବ୍ୟବହାର ଓ ରଙ୍ଗନାବେଶନ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା କରା ହ୍ୟ ତାକେ ବାଯୋମେଡିକଳ ଇଞ୍ଜିନିୟାରିଂ ବଳା ହ୍ୟ । ମାନବଦେହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତ୍ୟଙ୍କ ସମସ୍ତୟେ ଗଠିତ । ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତ୍ୟଙ୍କଟି ଆବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଳ ବା କୋଷେର ସମସ୍ତୟେ ଗଠିତ । ଏ ଅଧ୍ୟାୟେ ମାନବଦେହେର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତ୍ୟଙ୍କ ଏବଂ ଏର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକଳ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ ଟାର୍ମିନୋଲୋଜି ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା କରା ହେବେ ।

কোষের শারীরবৃত্ত (Cell Physiology)

মানবদেহের গঠনগত, কার্যগত, বৃদ্ধিগত ও বৎসরগত একক হল সেল বা কোষ। প্রতিটি প্রাণিকোষ বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত। একটি আদর্শ প্রাণিকোষ তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত যা চিত্রে দেখানো হল। অংশগুলোর নাম হল-

১। সেল মেম্ব্রেন বা প্লাজমা মেম্ব্রেন (Cell

Membrane or Plasma Membrane)

২। সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)

৩। নিউক্লিয়াস (Nucleus)

দেল মেম্ব্রেন বা প্লাজমা মেম্ব্রেন-

প্রতিটি সজীব কোষের প্রোটোপ্লাজম বাইরের থেকে যে সূক্ষ্ম (৭০ থেকে ১০০ আর্মস্ট্রেং- A[°]) ত্রিত্বাপক, অর্ধভেদ্য লাইপো-প্রোটিন নির্মিত ত্রিভুজীয় সজীব আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে তাকে দেল মেম্ব্রেন বা প্লাজমা মেম্ব্রেন বলে। ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে কোষকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, প্লাজমা মেম্ব্রেন চওড়ায় প্রায় ৭.৫ থেকে ১০ মিলিমাইক্রন (μm)। এ মেম্ব্রেন তিনটি ভরের সমন্বয়ে গঠিত। বহিঃক্ষেত্র, মধ্যক্ষেত্র ও অন্তর্ক্ষেত্র। বহিঃক্ষেত্র ও অন্তর্ক্ষেত্র এক অনুভূতি প্রোটিন দ্বারা গঠিত। প্রোটিন ভরপ্রলোচন চওড়ায় ২ থেকে ২.৫ মিলিমাইক্রন (μm)।

মধ্যবেগটি দু'টি লিপিড অনুক্রম দ্বারা গঠিত যা চতুর্ভায় প্রায় ৩.৫ মিলিমাইক্রন (সক্র)। লিপিড ব্রেটি
ফসফেলিপিড অনুক্রম দ্বারা গঠিত। ফসফেলিপিডের
পোলার টার্মিনালস্বয় (চতুর্ষৎ গ্রবেসরহৃষ্টসং) অর্থাৎ পজিটিভ ও নিগেটিভ আয়নযুক্ত টার্মিনাল
বাহিরের দিকে অর্থাৎ প্রোটিন ব্রের দিকে এবং নন-পোলার টার্মিনালস্বয় (ঘড়হ-চতুর্ষৎ
গ্রবেসরহৃষ্টসং) অর্থাৎ নিউট্রাল টার্মিনাল ভিতরের দিকে প্রবক্ষণ সংযুক্ত অবস্থায় থাকে।

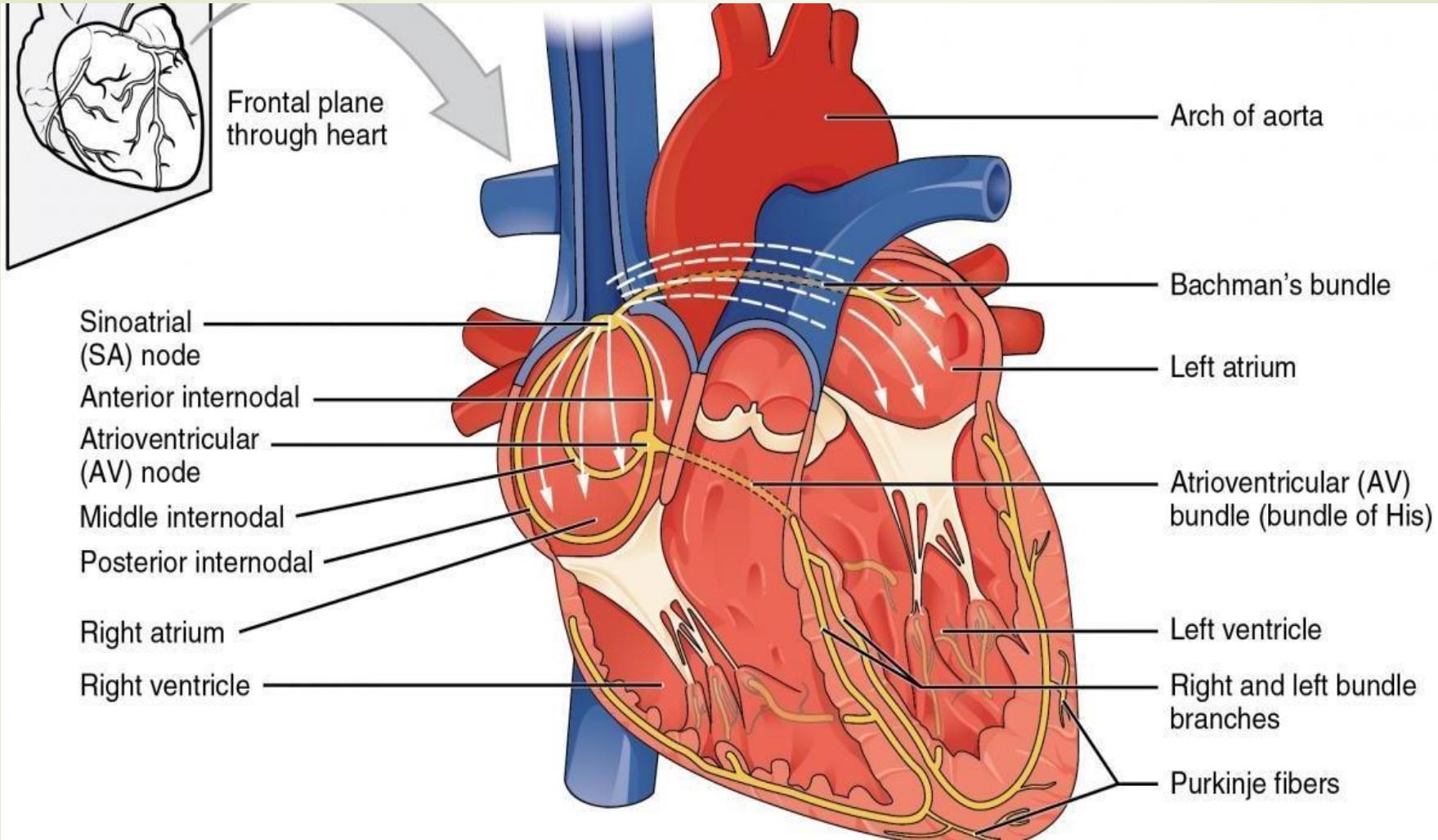
৫ হার্টের রিদমিক এক্সাইটেশন(Rhythmic Excitation of Heart)

মানবদেহের হার্ট বা হৃৎপিণ্ডের গঠন অনেক উল্লত ধরনের। রঞ্জনালিকাসমূহের মাধ্যমে সারা দেহে রঞ্জ সঞ্চালিত করার জন্য হার্ট একটি কেন্দ্রিয় জীবস্ত পার্সিযন্ট হিসেবে কাজ করে। এটা নিয়মমাফিক সংকোচন ও প্রসারনের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে ফিরে আসা রঞ্জ সংগ্রহ করে ও সারা দেহে রঞ্জ সঞ্চালন করে। হার্ট কার্ডিয়াক পেশি বা হৃৎপেশি নামক সংকোচন-প্রসারণশীল অনিয়ন্ত্রিত পেশি সমন্বয়ে গঠিত। এতে ডান ও বাম অলিন্ড এবং ডান ও বাম নিলয় নামক চারটি প্রকোণ আছে। ডান অলিন্ড, ইনফেরিয়ার ক্যাভা, সুপিয়ারিয়ার ক্যাভা ও কর্ণোনারী সাইনাসের মাধ্যমে দৃষ্টিত বা কর্বনডাইঅক্সাইড

(CO₂) মিশ্রিত রঞ্জ গ্রহণ করে সংকোচনের মাধ্যমে ডান নিলয়ে প্রেরণ করে

ডান নিলয় পালমোনারী ধমনীর মাধ্যমে এ রক্তকে ফুসফুসে পাঠিয়ে দেয়। পরে অক্সিজেন (O₂) মিশ্রিত রক্ত পালমোনারী শিরার সাহায্যে বাম অলিন্ডে আসে। বাম অলিন্ড সংকেচনের ফলে এ বিষ্টুদ্বাৰা রক্ত বাম নিলয়ে আসে এবং বাম নিলয় সংকেচনের ফলে মহাধমনীর মাধ্যমে রক্ত সাবাদেহে ছাড়িয়ে পড়ে। হাত্তের কণ্ডাকশন সিস্টেম চিত্রে দেখানো হল। হৎপিণ্ড বা হাত্তের কণ্ডাকশন সিস্টেম নিম্নলিখিত অংশ সমন্বয়ে গঠিত। যথা-

- ১। **সাইনোএট্রিয়াল নোড (Sinoatrial Node)** বা SA Node- এটি হাত্তের পেসমেকার নামে পরিচিত। এটি প্রতি মিনিটে প্রায় 70 টি ইমপালস উৎপন্ন করে এবং হাত্তবিট্টের সূচনা করে। ইমপালসগুলো অলিন্ড প্রাচীর হয়ে এ পেঁচায়।
- ২। **অ্যান্টিওভেন্টিকুলার নোড (Antioventricular Node)** বা AV Node- এটি SA Node থেকে সামান্য ছোট। এটিও প্রতি মিনিটে প্রায় 60 টি ইমপালস উৎপন্ন করে।

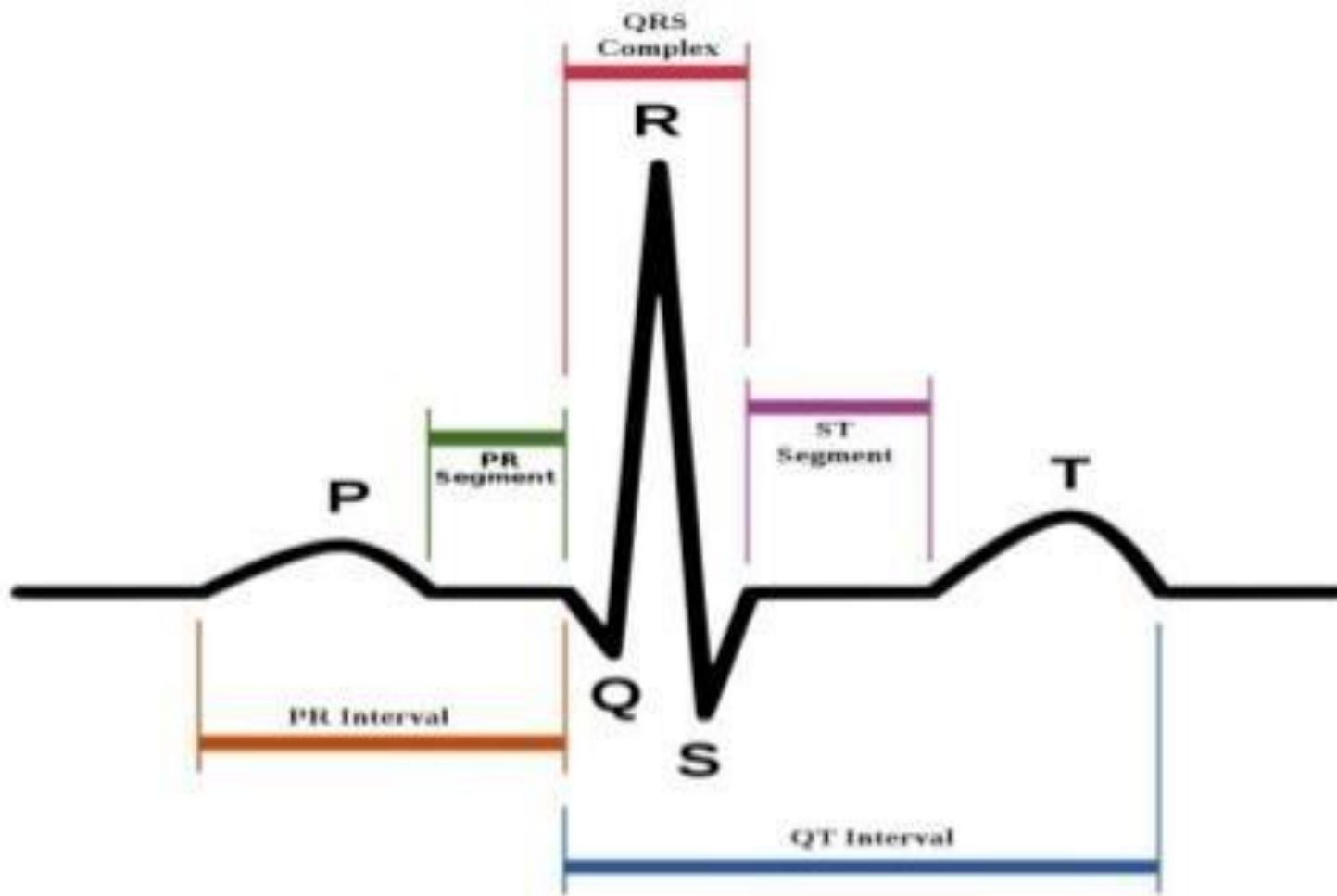


আলোচ্য বিষয়ঃ

১. ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফির ওয়েভফর্ম
২. ECG মেশিনের কার্যের মূলনীতি

ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফি ও ইলেক্ট্রোэнসেফালোগ্রাফির ধারণা

ভূমিকা- মানবদেহের ছাঁচ বা হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতাকে ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক বৈশিষ্ট্য মাধ্যমে প্রকাশ করাকে ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফ (Electrocardiograph) বা সংক্ষেপে ECG বলা হয়। এ অধ্যায়ে ECG সম্পর্কে বিজ্ঞানিত আলোচনা। করা হয়



স্বাভাবিক হার্টবিটের একটি আদর্শ ECG ওয়েভ একটি চ ওয়েভ, একটি ছ ওয়েভ, একটি QRS কমপ্লেক্স এবং একটি T ওয়েভ নিয়ে গঠিত। ECG এর ৫০% থেকে ৭৫% এর মধ্যে একটি শুন্দু U ওয়েভও দেখা যায়। ECG এর বেস লাইন ভোল্টেজকে বলা হয় আইসোইলেক্ট্রিক লাইন। সাধারণত T ওয়েভের এবং পরবর্তি P ওয়েভের পূর্বে ECG ওয়েভের অংশ হিসেবে আইসোইলেক্ট্রিক লাইনকে পরিমাপ করা হয়।

একজন গোগীর হার্ট রিদম সনাক্ত করতে কিছু মে.লিক নিয়মকানুন অনুসরন করা হয়। যেমন-

১। হার্ট রিদম রেট কত ?

২। হার্ট রিদম কী নিয়মিত না অনিয়মিত ?

৩। P ওয়েভগুলো উপস্থিত আছে কি না ?

৪। QRS কমপ্লেক্সগুলো উপস্থিত আছে কি না ?

৫। P ওয়েভ ও QRS কমপ্লেক্সগুলোর মধ্যে ১:১ অনুপাত বিদ্যমান কি না ?

৬। PR ইন্টারভ্যাল ধূম্র কি না ? ইত্যাদি।

ECG মেশিনের কার্যের মূলনীতি

চিত্রে একটি টিপিক্যাল **ECG** মেশিনের লক ডায়াগ্রাম অংকন করে প্রতিটি লকের বর্ণনা দেয়া হল।

মাইক্রোকম্পিউটার- **ECG** মেশিনের সারিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে মাইক্রোকম্পিউটার। একটি নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের সাহায্যে অপারেটর করেক্টি অপারেশনের মুড নির্বাচন করতে পারে। হার্টবিট রেট নির্ধারণ,

কেন প্রকার এলিদমিয়া সনাক্তকরণ, **ECG** র বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অঞ্চলেখাসমূহ ছিসাবকরণ এবং এসকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইন্টারভ্যাল নির্ধারণ করার জন্য কিছু কিছু মেশিনের মাইক্রোকম্পিউটার **ECG** র প্রাথমিক বিশ্লেষনগুলি করতে পারে। একটি বীবোর্ড ও একটি আলফানিউম্যারিক ডিসপ্লের সাহায্যে অপারেটর মাইক্রোকম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে।

লিড সিলেক্টের - রোগীর সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ইলেক্ট্রুড ইসিজির লিড সিলেক্টেরের সাথে সংযুক্ত থাকে। এলকের কাজ হমেছ একটি নির্দিষ্ট লিডের জন্য কোন্‌ ইলেক্ট্রুডগুলোর প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা এবং সার্কিটের বাকী অংশের সাথে তাদেরকে যুক্ত করা।

অটো ক্যালিব্রেশন- রেকড হয় এমন প্রতিটি চ্যানেলের জন্য এক একটি 1mV এর ক্যালিব্রেশন সিগনাল ECG র মধ্যে সামান্য সময়ের জন্য যুক্ত হয়।

প্রটেকশন সার্কিট- এ সার্কিটটিতে প্রটেকশন ডিভাইসসমূহ ব্যবহার করা হয়। এর ফলে কোন অবস্থায়ই ECG র ইনপুটে উপর্যুক্ত হাই ভোল্টেজ মেশিনের কোন ঝুঁতি করতে পারে না।

প্রি-এমপ্লিফায়ার- ইনপুট প্রি-এমপ্লিফায়ার স্টেজটি ECG র প্রাথমিক এমপ্লিফিকেশন কার্য সম্পাদন করে। এ স্টেজটির অতি উচ্চ ইনপুট ইন্পিড্যান্স ও উচ্চ কমন মোড রিজেকশন রেশনেট (CMRR) আছে।

১০ হার্টজে ২ থেকে ৫ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। ইলাস্টিক

17

স্ট্র্যাপের সাহায্যে ইলেকট্রিডগ্নেলোকে যথাক্রানে ধরে রাখা হয়।

ডঙ্গি তে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রিডগ্নেলো হল- ১। প্রেট ইলেকট্রিড

২। ক্লেচিং ইলেকট্রিড

৩। সাকশন কাপ ইলেকট্রিড

৪। প্রিজেলড ডিসপোজেবল ইলেকট্রিড

৫। পেস্টলেস ইলেকট্রিড

৬। মাল্টিপ্লেন্ট ইলেকট্রিড ৭।

ক্যাপাসিটিভ ইলেকট্রিড।

ড্রাইভার এমপ্লিফায়ার- এ ব্লকের সার্কিটসমূহ ইসিজিকে এমন এক নেভেলে
১৮
এমপ্লিফার করে যেখানে একটি রেকর্ডারের উপর সিগনালকে সঠিকভাবে রেকর্ড
করতে পারে। এর ইনপুট এসি কাপলড হওয়া উচিত যেন প্রি-এমপ্লিফায়ার দ্বারা
এমপ্লিফার্ইড অফসেট ভোল্টেজসমূহ এর ইনপুটে দেখা না যায়।

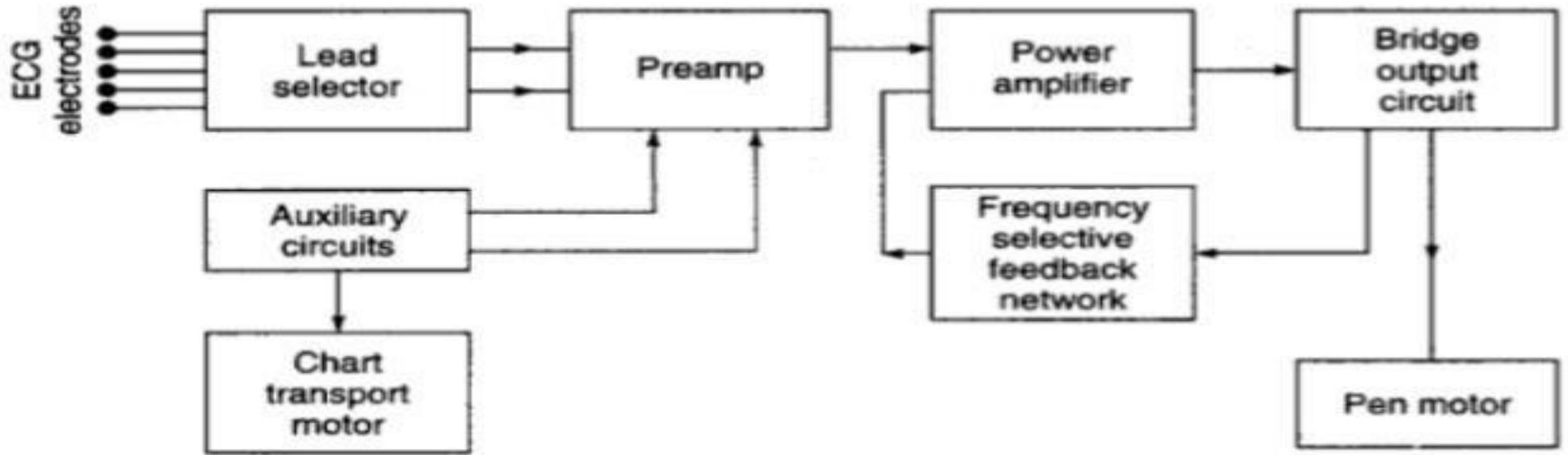
আইসোলেশন সার্কিট- এ সার্কিটে ব্যারিয়ার বা বাঁধা থাকে যা ৫০ বা ৬০ হার্টজ
পাওয়ার লাইন থেকে কারেন্ট প্রবাহের পথে বাঁধা দেয়। যেমন কোন রোগী যদি
120V/220V লাইনের সংক্ষে আসে তবে এ ব্যারিয়ারটি রোগী থেকে
এমপ্লিফায়ারের মাধ্যমে রেকর্ডার বা মাইক্রোকম্পিউটারের গ্রাউন্ড বিপর্জনক
কারেন্ট প্রবাহে বাঁধা দিত।

ড্রাইভেন ব্লাইট লেগ সার্কিট- এ সার্কিটটি রোগীর উপর একটি রেফারেন্স পয়েন্ট
সরবরাহ করে যা সাধারণত গ্রাউন্ড পটেনশিয়ালে থাকে। এ পয়েন্টটি রোগীর ডান
পায়ের উপর একটি ইন্সেক্ট্রিড হিসেবে কাজ করে।

মেমোরি সিস্টেম- বর্তমানে আধুনিক ECG কে মেমোরিতে সংরক্ষণ করে পরে তা পেপার চাট্টের উপর প্রিন্ট আউট করা হয়। প্রথমে সিগনালকে এডি কনভারটারের মাধ্যমে ডিজিটাল করা হয় এবং তারপর প্রতিটি লিড থেকে স্যাম্পল নিয়ে মেমোরিতে সংরক্ষণ করা হয়। কীবোর্ডের মাধ্যমে রোগীর যে তথ্য ইনপুট করা হয় মেমোরিতে তাও সংরক্ষণ করা হয়। মাইক্রোকম্পিউটার এ সংরক্ষণ কর্য নিয়ন্ত্রণ করে।

রেকর্ডার/প্রিন্টার- একটি রোগীর ECG সিগনালকে রেকর্ড করে রাখে এবং প্রয়োজনে সিগনালের একটি প্রিন্ট কপি সরবরাহ করে। অপারেটর কর্তৃক রোগীর আইডেন্টিফিকেশন, ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন এবং ডঙ্গের ব্যবস্থার এনালাইসিসের ফলাফল প্রিন্ট আউট করে। ডঙ্গের কে সাধারণত গ্রাফ পেপারের উপর প্রিন্ট করা হয়। পেপারের উপর 1mm ব্যবধানে হাইজেন্টাল ও ভার্টিক্যাল লাইন এবং 5mm

ECG Block Diagram





ଧ୍ୟେବାଦ